তারিখঃ ৩.৬.২১ – ৪.৬.২১ ইং

**শায়েখঃ** আজকে রাতে এক দস্যুর বিষয়ে বলব বলেছিলাম। ঐ বিষয়টি বলার দরকার এই জন্য অনেকে মনে করবে আপনারা তো অযোগ্য বা তেমন কিছুই না, অথবা কত পাপ তলে তলে করে রেখেছেন তাই ভাল কিছু হওয়া বা করা আপনাদের দিয়ে হবে না। আশা করি ঘটনাটি আপনাদের এই ধারণা দূর করে দিবে।

তো বলতেছিলাম এক দস্যুকে নিয়ে।ঘটনাটি সনাতন ধর্ম থেকে নেয়া।

দস্যুর নাম রত্নাকর।সে সারাদিন পাপ কাজে মগ্ন থাকত। ইতিমধ্যে সে ৯৯ টি খুন করে ফেলেছে।একদিন সে ডাকাতি করতে গিয়ে দরবেশ কে ধরল।সাধু সন্যাসী দরবেশ, দস্যুকে বলল তুমি যে ডাকাতি করো, এত পাপ করো তোমার এই পাপের ভার পরকালে কে নিবে? সে বলল কেন? আমি আমার পরিবার ও মা বাবার জন্য ডাকাতি করি। তাদের জন্য খরচ করি, তারা আমার পাপ বহন করবে।

সন্যাসী বলল তাহলে তারা কি জানে তুমি কি করো? তুমি তাদেরকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো তারা তোমার কর্ম জেনে যদি তোমার পাপ নিতে চায় বেশ ভাল। দস্যু বলল তুমি ফাকি দিচ্ছো? আমি তাদের কাছে যাই আর তুমি সুযোগে পালিয়ে যাবে। বরং আমি তোমাকে মেরে তারপর তোমার ব্যাগে যা আছে সব নিয়ে তারপর যাব।

সাধু বলল আমার কাছে কি ই বা আছে? বরং তুমি পাপিষ্ঠ। তুমি সাধারণ মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছ তোমাকে সচেতন করছি তুমি এই কাজ বন্ধ করে ভাল পথে চলো।

ডাকাত এক পর্যায়ে সাধুকে হত্যা করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। ডাকাত রেগে আরো অস্থির হয়ে শক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হলো। তারপর সাধু তাকে পুনঃ অনুরোধ করে বলল তুমি গিয়ে তোমার পরিবার কে জানাও তারা তোমার পাপ নেয় কিনা দেখ।

তো অন্য স্থানে এই ঘটনাটি একটু ভিন্ন ভাবে আছে। সেটাতে আছে ডাকাত সাধুকে বেঁধে তারপর তার পরিবারের কাছে গিয়ে সব জানায়।

আর সনাতন ধর্মে আছে সাধু তাকে কথা দেয় সে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ সে জবাব নিয়ে না আসে।

তো ডাকাত তার পরিবারকে সব জানানোর পর তার বাবা বলে, দেখ বেটা আমি তোকে ছোট বেলায় কষ্ট করে পালন করেছি। এখন তুই বড় হয়েছিস। আমি বৃদ্ধ। তুই কোথায় কি করিস তা আমি কি করে জানব? তোর কর্মের দায় আমি কেন নিব? তুই কি আমার কর্মের দায় নিবি?

ডাকাত তার মা এর কাছে গেল, মাও তাকে বলল তোকে ১০ মাস ১০ দিন পেটে ধরেছি, কত কষ্টে বড় করেছি। তুই ছোট বেলায় ঐটা করেছিস সেটা করেছিস, কত কিছু আবদার করেছিস তোকে বানিয়ে খাইয়েছি, কত কষ্ট করেছি। আমি এখন বৃদ্ধা। তাই তুই তোর মত, ধর্ম মতে পালন করবি। আমি কি করে তোর কর্মের দায় নিব?

তারপর স্ত্রীর কাছে গেল। স্ত্রী বলল পিতার ঘরে আমাকে বড় করেছে বিয়ের পর তুমি আমার পালনের ভার নিয়েছ। ধর্ম মতে তুমি আমাকে পালন করবে। আমি কেন তোমার দায় নিব?

এক এক করে সন্তানদের কাছেও গেল। সবার থেকে সে জবাব পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তাহলে কার জন্য এই পাপ করেছে এত দিন। তারপর দ্রুত দৌড়ে গিয়ে সাধুর কাছে গেল, সে সাধুকে সব জানাল। আর সে তার পাপের মুক্তির বিষয়ে কোন পথ আছে কি না জানতে চাইল। অনেক অনুরোধ করল। সাধু তাকে বলল তুই অনেক পাপ করেছিস। তোকে অভিশাপ।

এখানে অভিশাপ সহ অন্য এক বিবরণে ভিন্ন রকম কথা আছে। সাধু তাকে পরে বলল তুই ঐ মৃত গাছ গুলোর কাছে গিয়ে দেখবি, এগুলো যে দিন জীবিত হবে বুঝবি তোর পাপ ক্ষমা হয়েছে। তখন আমাকে এখানে স্মরণ করবি আমি আসব।

তো ঐ দস্যু এক সময় দেখল এক পুরুষ কোন এক নারীকে জোড় করে জেনা করতে শক্তি প্রয়োগ করতেছে। কোন বর্ণনাতে আছে কেউ মৃত কোন নারীকে জেনা করতে চেষ্টা করছিল। দস্যু রত্নাকর এটা দেখে ভাবল জীবনে কত পাপ করেছি যদি আরো একটা পাপ হয়েও যায় তবুও আমি ঐ লোকটিকে মেরে ফেলব। তখন সে আরো একটি হত্যা করে ফেলল। তার ১০০ হত্যা পূর্ণ হলো।

সে হত্যার পর ফিরে গিয়ে আর মৃত গাছ গুলো খুঁজে পাচ্ছিলো না। তখন সে চিন্তায় পড়ে গিয়ে ভাবল সে স্থানটি ভুলে গেছে। সে এদিক সে দিক খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেল। তখন ঐ সাধুর সামনে গিয়ে পড়ল।

সে সাধুকে সব বলল। সাধু তখন তাকে জনালো তোমার পাপ মোচন হয়েছে। তারপর তাকে কিছু আশীর্বাদ করল।

এমন আশীর্বাদ বলল তুমি চিরকাল তোমার জ্ঞান দিয়ে বেঁচে থাকবে। তোমার মাধ্যমে স্রষ্টা এমন কাজ করবে যা তুমি করার যোগ্য না। তুমি ঈশ্বরের অমর গাথা বিষয়ে লিখবে। সে বলল আমি তো ঐ ভাষা জানি না। আর আমি সারা জীবন ডাকাতি করেছি। লেখতেও তো জানি না।

তাকে সাধু যত আশীর্বাদ করল সে প্রতিটি বিষয়ে অবাস্তব মনে করল। সাধু বলল তুমি দেখবে এগুলো হবে। তারপর বিদায় নিল।

অবশেষে সেই দস্যু রত্নাকর কে জানেন? কেউ বলতে পারবেন কে সেই দস্যু রত্নাকর?

**আবু আমাতুল্লাহঃ** বাল্মিকী।

**শায়েখঃ** হ্যা। এই কাহিনী বহু স্থানে বহু ভাবে এসেছে। হাদিসেও কাছাকাছি ঘটনাটি এসেছে একেবারে সহিহ সনদে।

আবূ সাঈদ আল খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের আগেকার লোকেদের মধ্যে এক লোক ছিল। সে নিরানব্বই লোককে হত্যা করেছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, এ দুনিয়াতে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান লোক কে? তাকে এক ‘আলিম দেখিয়ে দেয়া হয়। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে নিরানব্বই লোককে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য কি তাওবাহ্‌ আছে? ‘আলিম বলল, না। তখন সে ‘আলিমকেও হত্যা করে ফেলল। সুতরাং সে ‘আলিমকে হত্যা করে একশ’ সম্পূর্ণ করল। অতঃপর সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, এ দুনিয়াতে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তখন তাকে জনৈক ‘আলিম লোকের সন্ধান দেয়া হলো। সে ‘আলিমকে বলল যে, সে একশ’ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তার জন্য কি তাওবাহ্‌ আছে? ‘আলিম লোক বললেন, হ্যাঁ। এমন কে আছে যে ব্যক্তি তার মাঝে ও তার তাওবার মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ‘ইবাদাতে নিমগ্ন আছে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ‘ইবাদাতে লিপ্ত হও। নিজের ভূমিতে আর কক্ষনো প্রত্যাবর্তন করো না। কেননা এ দেশটি ভয়ঙ্কর খারাপ। তারপর সে চলতে লাগল। এমনকি যখন সে মাঝপথে পৌঁছে তখন তার মৃত্যু আসলো। এবার রহ্‌মাতের ফেরেশ্‌তা ও ‘আযাবের ফেরেশ্‌তার মধ্যে তার ব্যাপারে বাক-বিতন্ডা দেখা গেল। রহ্‌মাতের ফেরেশ্‌তারা বললেন, সে আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাওবার উদ্দেশে এসেছে। আর ‘আযাবের ফেরেশ্‌তারা বললেন, সে তো কক্ষনো কোন সৎ কাজ করেনি। এমতাবস্থায় মানুষের আকৃতিতে এক ফেরেশ্‌তা আসলেন। তাঁরা তাঁকে তাঁদের মাঝে মধ্যস্থতা বানালেন। তিনি উভয়কে বললেন, তোমরা উভয় স্থান পরিমাপ কর (নিজ ভূখণ্ড ও যাত্রাকৃত ভূখণ্ড)। এ দু’টি ভূখণ্ডের মধ্যে যা সন্নিকটবর্তী হবে সে অনুযায়ী তার ফায়সালা হবে। তারপর উভয়ে পরিমাপ করে দেখলেন যে, সে ঐ ভূখণ্ডেরই বেশি নিকটবর্তী যেখানে পৌঁছার জন্যে সংকল্প করেছে। অতঃপর রহ্‌মাতের ফেরেশ্‌তা তার রূহ কবয করে নিলেন। কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেন, হাসান (রহঃ) বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তার মৃত্যু এলো, তখন সে বুকের উপর ভর দিয়ে কিছু এগিয়ে গেল।

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৯০১

**আবু আমাতুল্লাহঃ** লাস্ট লাইনটা খুব ভালো লাগল।

**শায়েখঃ** হাদিস অনেক সময় সংক্ষিপ করে অনেক বর্ণনা এসেছে। বনি ইসরাইলের সহ অনেক ঘটনা আছে। যা অন্য ধর্মের সাথে মিল আছে। এই হাদিসটির অন্য কিছু সনদে আরো বিস্তারিত এসেছে। মুলত ঘটনাটি প্রায় মিল আছে।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** জি।

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ লাস্ট লাইনটা খুব ভালো লাগলো

তার আগের লাইনে আরো মজার বিষয় আছে। ফেরেস্তারাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। যেমনটা হিন্দু পুরানে দেখতে পাওয়া যায়।

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

শায়েখঃ তার আগের লাইনে আরো মজার বিষয় আছে। ফেরেস্তারাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে।…

হ্যা। মানে ফেরেশতাদেরকে যেমন ভাবা হয় তেমন না।

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ হ্যা। মানে ফেরেশতাদেরকে যেমন ভাবা হয় তেমন না।

ফেরেশতাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন আলেমদের মতবাদ গুলো একেবারে বানোয়াট। অসংখ্য হাদিস এবং অসংখ্য দলিল আছে যার সাথে প্রচলিত কোনো কথাবার্তার মিল নাই।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** জি।

**শায়েখঃ** ইজরাইলী এক বর্ণনা তুলে ধরেছেন আবু লাইস সমরকন্দী। তার বই তাম্বীহুল গাফেলীনে। ঐটাতে ঘটনাটি তুলে ধরেছে। এক বুজুর্গ নির্জন বনে থাকতেন। সে ভাল আলেম ছিল। তো সে এক দিন এক স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক পতিতার গৃহ। সে ঐ গৃহে কোন কারণে চোখ পড়ল। দেখল খুব রুপসী নারী উপবেশন করে আছে। সে ঐ নারীর রুপ আর যৌবন দেখে তার সাধনার ১২ টা বেজে গেল।

সে দ্রুত চোখ সরিয়ে ঐখান থেকে চলে গেল। কিন্তু আর মন স্থির করতে পারল না। সে কোন ইবাদতে মন বসাতে পারল না। কেবল ঐ নারীর রুপ তার কাছে ভেসে উঠে। কোন মতেই কিছু হলো না। সে শেষ পর্যন্ত নিয়ত করল মন ঠিক না করতে পারলে সে সারা জীবন ঐ নারীর চিন্তায় পরে থাকবে। আর ইবাদত করতে পারবে না। তাই যাই হোক সে ঐ নারীর কাছে যাবে। আর তাকে ভোগ করবে।

তারপর একদিন ঐ নারীর কাছে গেল। তাকে সব বলল। পরে নারীটি তাকে বলল সামান্য একটি নারীর চিন্তায় তুমি নিজের মনের গোলামী করতে এলে? তুমি না খুব সাধু ছিলে? তাহলে তুমি কেন এই পাপ করতে এলে? আচ্ছা আসো পরে বুজুর্গের ইমানী শক্তি জাগ্রত হলো। সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে চলে যেতে চাইল, তখন ঐ নারী জানতে চাইল কি হে? তোমার আবার কি হলো? বুজুর্গ বলল আমার রব আমার মন ঠিক করে দিয়েছে। সে ভয়ে কাপতেছে দেখে মহিলাটি মনে মনে ভাবল এটা কেমন বিষয়? পরবর্তীতে ঐ পতিতা তাওবা করে নিজেও ভাল হয়ে গেল। এবং তাদের দুজনের বিয়ে হলো।

আবু লাইস উল্লেখ করেছেন ঐ নারীর গর্ভে সাত জন নবি জন্মেছিল। আবুলাইসের হাদিসের মান যাই হোক। একই ঘটনা আছে সনাতন ধর্মে। ঐ নারীর সাত সন্তান থেকেই সাত টি বংশ জন্মেছিল। তার মধ্যে বঙ্গ জাতি একটি।

আশা করি এই পর্যন্ত সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়বেন।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** সমরকন্দ বৈদিক সভ্যতার নিকটবর্তী।

**শায়েখঃ** তবে আবু লাইস একজন উচুমাপের রাবি ও হাদিসের ইমাম। একজন ফকিহ। বুখারির পরের প্রজন্ম।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** আমি একটু বুঝিনি ।

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ আমি একটু বুঝিনি ।

প্রথম থেকে পড়েছেন?

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** সনাতন এ যে ঘটনা টা ছিল ওখানে বলা হয়েছে ৯৯ জনকে হত্যার পর একজন গুনাহগার কে হত্যা করে ১০০ পূর্ণ করেছে। আর হাদীসে বলা হলো একজন আলেমকে হত্যা করে ১০০ জন পূর্ণ করেছে।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ প্রথম থেকে পড়েছেন?

জি।

আবু আমাতুল্লাহঃ বাল্মিকী

সে কে?

শায়েখঃ আবুলাইসের হাদিসের মান যাই হওক একই ঘটনা আছে সনাতন ধর্মে।…

বঙ্গ জাতি যেই নবীর মাধ্যমে এসেছে তার নাম কি?

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ সনাতন এ যে ঘটনা টা ছিল ওখানে বলা হয়েছে ৯৯ জনকে হত্যার পর …

সাদৃশ্য দেখানোটা মূল উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাটা। এটা বলা হচ্ছে না যে হাদিসের ঘটনা আর এই ঘটনা একই। তবে সম্ভাবনা আছে, কারণ ইসরাইলীদের একটি অংশ ভারতে এসেছিল জানা যায়।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ সাদৃশ্য দেখানোটা মূল উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাটা। এটা বলা হচ্ছে ন…

ও আচ্ছা

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ বঙ্গ জাতি যেই নবীর মাধ্যমে এসেছে তার নাম কি?

এটাও এইটাই।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** অর্থাৎ মূল শিক্ষা হলো ব্যাক্তি যতই গুনাহ করুক না কেনো তার জন্য তওবার দরজা সবসময় খোলা।

**শায়েখঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ ও আচ্ছা

তার আগে থেকে পড়ো। মুল উদ্দেশ্য বলেছি।

আজকে রাতে এক দস্যুর বিষয়ে বলব বলেছিলাম। ঐ বিষয়টি বলার দরকার এই জন্য অনেকে মনে করবে আপনারা তো অযোগ্য বা তেমন কিছুই না, অথবা কত পাপ তলে তলে করে রেখেছেন তাই ভাল কিছু হওয়া বা করা আপনাদের দিয়ে হবে না। আশা করি ঘটনাটি আপনাদের এই ধারণা দুর করে দিবে।

এটাই উদ্দেশ্য

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ বঙ্গ জাতি যেই নবীর মাধ্যমে এসেছে তার নাম কি?

আবু লাইস নাম উল্লেখ করেন নি। এমনকি বর্ণনাটির ভাল সনদও নাই। এটি তিনি ইজরাইলী রিওয়াত হিসেবেই বলেছেন। আর সনাতনী ঘটনাতে একটু বিস্তারিত আছে।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** আরেকটা বিষয় এই ঘটনার বাহিরে মূলত জানতে চাচ্ছিলাম বলা হয়ে থাকে নুহ আ: এর তিন সন্তান হাম, সাম, ইয়াফেস। তিনজনকে বলা হয় তিন প্রদেশের আদি পিতা।

এটাও কি ইসরাইলি?

**শায়েখঃ** এটা ইজরাইলী হলেও হাদিসেও এমনটা আছে। তাওরাতেও আছে।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** কথাটা বুঝলাম না।কোন তিনজন?

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** হাম, সাম, ইয়াফেস।

**শায়েখঃ** নুহের তিন সন্তান একটি আফ্রিকাতে বংশ বিস্তার করেছে, একটি ইউরোপ (তুর্কি, গ্রীস ও রাশিয়াতে) অন্যজন পুন পারস্য, সিন্ধু, ভারত ও আরবের আশপাশে।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** আচ্ছা! হাদিসে কিভাবে এসেছে এটা?

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ হাম সাম ইয়াফেস

এদের মধ্যে একজনের বংশধরদের ইয়াজুজ মাজুজ ও বলে থাকে অনেকে!

**শায়েখঃ** নুহের যাত্রা হয়েছিল বঙ্গের আশপাশ থেকে পূর্ব ত্রিপুরা ও ছয় ঋতুর কোন স্থান থেকে। যা সকল ধর্ম স্টাডি করে বাস্তবতার সাথে মিলালে বুঝা যায়।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** হ্যাঁ ইয়াজুজ মাজুজ এর বিষয়টা আমিও শুনেছি। এটা কি ঠিক?

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ হ্যাঁ ইয়াজুজ মাজুজ এর বিষয়টা আমিও শুনেছি। এটা কি ঠিক?

দ্বীনি মজলিসে এটা বহু আগেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** হ্যা।

**শায়েখঃ** আপনারা কেউ অনলাইনে আসা মাত্র মেসেজ গ্রুপে যত আলোচনা হয় তা দেখে নিবেন। প্রয়োজন মত পয়েন্ট নোট করে নিতে পারেন। এগুলো এক দিন দুই দিনে অর্জন করে ফেলেছি এমন না। আপনারা যত সহজে মুল বিষয়টির সত্য মিথ্যা জানতে পারছেন। আমার সেই রকম কোন যোগ্য ব্যক্তি ছিল না। যাদের থেকে দ্বীন শিখতে গিয়েছি তাদেরকেই দ্বীন শিখাতে হয়েছে। আপনাদের ভাগ্য অনেক অনেক ভাল।

এখন থেকে একটু একটু ব্যক্তিগত আলোচনা করব বলেছি। আমি অনলাইনে অন্যদের মত ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন পোস্ট, স্টাটাস দেয়া অপছন্দ করি। আমার ভাল ছাত্ররাও সেটা পছন্দ করে না। কারণ মুমিন অসার কর্ম করে না সুরা মুমিন আয়াত ১। আর নিজের বিষয়ে যে দিক নিয়েই আলোচনা করব মনে হতে পারে নিজের বিষয়ে অনেক বাড়িয়ে বলছি। তাই কারো সাথে ইনবক্সে এই আলোচনা করি না। এখন থেকে আপনাদের বলব। উদ্দেশ্য হলো শিখার আছে অনেক কিছু। নিজেকে গড়ে তুলার জন্য একটি মানুষ যত রকমের পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।

আশা করি আমার একজনের জীবনেই যথেষ্ট।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** শুনতে চাই উস্তাদ।

**শায়েখঃ** বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলব একটু একটু করে।